দৈনিক জনকণ্ঠ

104

তারিখ MAY 3 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

উন্নয়ন প্রকল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের রাজস্ব বাজেটে আর অন্তর্ভুক্ত করা হবে না

হাসনাইন খুরশেদ

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে আর রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হবে না। তাদেরকে প্রকল্প-মেয়াদের জন্য নির্ধারিত মোট বেতনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হবে। প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে তাদের চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। সেই সাথে শেষ হবে তাদের চাকরির মেয়াদ। এতে প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের আর কোন সুযোগ

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

উন্নয়ন প্রকল্পের

(প্রথম পাতার পর)

থাকবে না।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) এক বৈঠকে এ ব্যাপারে নীতিগত ঐকমত্য ব্যক্ত করা হয়। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে'র জনবল চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পটির জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর না করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।

একনেক বৈঠকে 'কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে'র ওপর আলোচনাকালে প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রসঙ্গ আসে। এতে জানানো হয়, বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে সরকারের রাজস্ব বাজেটের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। অথচ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন, বাস্তবায়ন সমাপ্তির পর প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় এর চেয়ে অনেক কম জনবল দরকার হয়। তবু বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের জনবল বেকার হয়ে পড়ার প্রশ্ন তুলে তাদেরকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য দাবি করা হয়। বিগত সরকারগুলোর সময়ে মানবিক কারণ দেখিয়ে এ ধরনের স্থানান্তরের মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি ঘটায় অনাহূত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের বিব্রতকর অবস্থা এড়াতে গত বছর থেকেই প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে এর জনবলের নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার নীতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে এখন থেকে শুধুমাত্র প্রকল্পের মেয়াদের জন্য চুক্তিভিত্তিতে এর জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। বাস্তবায়ন শেষে কোন প্রকল্প রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থায়ীভাবে নেয়া হলে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য রাজস্ব খাতে নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হবে বলেও সূত্র জানায়।

একনেক সূত্র জানায়, এই একনেক বৈঠকে কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি মোট ৩৬ কোটি ৮৫ লাখ টাকায় অনুমোদন করা হয়। এর আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৬ বিভাগে সারথী প্রকল্প হিসাবে ৬টি কৃষিপণ্যের বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে তা সফল প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৩টি বাজার উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হবে। কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে এই প্রকল্প নেয়া হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, দেশে কৃষি, মৎস্য ও পশুজাত বিপণনের জন্য ছোট-বড় গ্রাম্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শহরতলী ও শহর বাজারসহ প্রায় ১০ হাজার বাজার রয়েছে। শহর ও শহরতলীগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাইকারী ও খুচরা বাজারের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু অধিকাংশ বাজার অপরিকল্পিতভাবে ও অব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে গ্রাম্য হাটবাজারগুলোর অধিকাংশই খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত। এলজিইডি এ পর্যন্ত ২১শ' গ্রোথ সেন্টারের মধ্যে মাত্র ৩শ'টি বাজারে শেড তৈরি করেছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের ১০ হাজার বাজারের মধ্যে মাত্র ২৯২টিকে নিয়ন্ত্রিত বাজার হিসাবে ঘোষণা করা হলেও সেগুলো আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৯টি কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার এই প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণন ও উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।